জ্যোতিঃ

শ্রীহেমলতা দেবী।

মূল্য দশ আনা।

প্রকাশক

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

Paramhansa Sibnarayan Swami.

উৎসর্গ পত্র।

একই সত্য অন্তরে বাহিরে অভেদে প্রকাশমান আছেন, সত্যের এই অখণ্ড ধারণাই মনুষ্যত্বের উদ্বোধক, এই জ্ঞানে যাঁহার সমুদয় শিক্ষা ও সাধনার প্রতিষ্ঠা সেই পূজ্যপাদ ৺ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর পবিত্র নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল। দেহাবসানের সঙ্গে তাঁহার নামরূপের অবসান হইয়াছে, নামে আর তাঁহার নিজের কোনো প্রয়োজন নাই, কেবল সাধারণের হিতার্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইল।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে কোন একটী কবিতাও যদি পাঠকগণকে আনন্দ দান করে তবে গ্রন্থপ্রকাশ সার্থক হইবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বশুর মহাশয়, পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বশুর মহাশয় ও প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কয়েকটি গানে সুরসংযোগ ও স্বরলিপি করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

গ্রন্থকর্ত্রী।

সূচী

জ্যোতিঃ

জ্যোতিঃ প্রতিমা

এই জ্যোতিঃ প্রতিমায়,
মম অন্তর আজি নির্মল হ'য়ে
বন্দনা করে তাঁয়।
কণ্ঠে যিনি বীণাপাণি,
হৃদয়ে আনন্দ-ধ্বনি,
সঙ্গীতে রাগিণী যিনি,
শুভ্রতা ঊষায়,
সেই জ্যোতিঃ প্রতিমায়;

জ্যোতিঃ

আত্মাতে কল্যাণ-বাণী,
চক্ষেতে পরশমণি,
মর্ম্মেতে মাধুর্য্য যিনি,
সুধা চন্দ্রমায়,
সেই জ্যোতিঃ প্রতিমায় ;
বিশ্বে যিনি রসধার,
অন্তরে অমৃতসার,
উদ্ভাসিত সবে যাঁর
দীপ্ত মহিমায়,
সেই জ্যোতিঃ প্রতিমায় ;
মম, অন্তর আজি নির্ম্মল হ'য়ে
বন্দিতে তাঁরে চায়।

সুপ্রভাত

উদিয়াছে মুক্ত তেজ ভারত ললাটে,
জ্বলিয়াছে দীপ্ত সূর্য্য এ আকাশপটে,
খুলিয়াছে দিবানেত্র অতি সুগভীর,
মিলিয়াছে পুণ্য-প্রেম পূর্ণ চিরস্থির,
জাগিয়াছে মহাপ্রাণ অনন্ত অভয়,
লভিয়াছে শক্তি সবে বিরাট অক্ষয়,
বরিয়াছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিখিলের সার,
ধরিয়াছে জ্ঞান-অসি অতি তীক্ষ্ণধার,
তরিয়াছে দুঃখ-সিন্ধু অগাধ অসীম,
ছেদিয়াছে মোহপাশ অতি সুকঠিন,
হেরিয়াছে দিবা-জ্যোতি উদয় অচলে,
পরিয়াছে শুভ্রবাস জয়মালা গলে।
ভারত-সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ভারতে আসীনা,
বাজিছে ভারত-হৃদে আজি স্বর্ণ বীণা।

এক

এক কারে কয় ?

যে একের যোগ কভু ছিন্ন নাহি হয়।

যে চেতনা পরশিতে মর্মগ্রাহী যায় খুঁজে

বিচিত্র রচনা মাঝে যোগের উদয় —

এক তারে কয়।

পাইবারে সেই যোগ প্রকাশিত এই লোক

মর্মের আনন্দ যেথা একই সুরে বয় —

এক তারে কয়।

সুন্দর

কে সে পরম সুন্দর!
বিচিত্র রূপেতে যিনি অতি মনোহর!
আনন্দ মুরতি যারি   মনেরে বিচিত্র করি'
গড়িতেছে মনোমাঝে থেকে নিরন্তর।
কে সে পরম সুন্দর!
যে রূপ হইলে লীন   মনোভাব গতিহীন,
তিলেক বিচ্ছেদে যাঁর ব্যাকুল অন্তর।
কে সে পরম সুন্দর!

রসোবৈ সঃ

এ জগত রসেতে মগন।
রসেতে ডুবিয়ে, 'রসেরে লভিয়ে,
করিতেছে সবে জীবন ধারণ।
এ জগত রসেতে মগন।

না হইলে এই রসের সঞ্চার,
শুকাইত প্রাণ, লুপ্ত এ সংসার,
সব শূন্যাকার হ'ত একাকার
থাকিত না কেহ জড় কি চেতন।
এ জগত রসেতে মগন।

বিচিত্র রূপেতে হইয়া প্রকাশ,
করিছে এ রস সবারে বিকাশ,
অন্তরে বাহিরে, নানা রূপ ধরে',
তুলিছে সবারে করি সচেতন।
এ জগত রসেতে মগন।

সর্ব্বরসাধার অন্তরে ইহার,
রসময় হ'তে করেন বিহার,
হেরিলে তাঁহারে, মোহ যায় দূরে,
আনন্দ-সাগরে ভাসে ত্রিভুবন।
এ জগত রসেতে মগন।

আপনাতে এঁরে হেরেছেন যিনি,
অচেতন কভু নাহি হন তিনি,
অন্তরেতে তাঁর, হয় অনিবার,—
যোগেতে সবার মরম স্পন্দন।
এ জগত রসেতে মগন।

চৈতন্য

কে জানে সে চেতনা কিরূপ !
প্রকাশিত যাহা মানব-জীবনে
এ বিশ্বের মাঝে অতি অপরূপ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ !

যে চেতনা পেয়ে মনুষ্য-জীবন,
হয়েছে যেমন অমূল্য রতন,
জলস্থল সনে করিয়া আপন
হেরিতেছে তাহে আপন স্বরূপ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ !

পাইবারে এই দুর্লভ চেতনা,
করেছে জগত অপূর্ব্ব সাধনা,
হইয়া সফল আজি সে কামনা
উদিয়াছে ভবে এ মানব-রূপ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ !

মনুষ্য আবার এ চেতনা পেতে,
খুঁজিছে তাহার পরম আশ্রয়ে,
তাঁর সমাশ্রয় এবে নাহি ল'য়ে
মানব-চেতনা হবে না বিমুখ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ !

চৈতন্য-সাগরে ডুবিবার তরে,
হেরিতে তাঁহারে পরিপূর্ণাকারে,
বিচিত্র আকারে, মানব-অন্তরে
হতেছে কতই সাধনা উন্মুখ।
কে জানে সে চেতনা কিরূপ!

মানব-জীবনে হইবে যখন,
সব সাধনার শুভ সম্মিলন,
পরম চেতন রবে না স্বপন,
প্রকাশিত হবে সবার সম্মুখ।
কে জানে এ চেতনা কিরূপ!

ব্রহ্মবিদ্যা

হে ভারতভূমি, উচ্চ কণ্ঠে তুমি
এ আনন্দ-ধ্বনি শুনাও সবারে—
ব্রহ্মবিদ্যাসার অন্তরে তোমার
জাগিতেছে আজ উজ্জ্বল আকারে।
শুনাও মানবে এই সমাচার,
মৃত্যু-ভয় এবে নাহিক রে আর,
সারা ত্রিভুবন একই চেতন
আছে ব্যেপে তার অন্তরে বাহিরে।
চেতনার সার মস্তকে সবার,
ধরিয়াছে রূপ চৈতন্য আকার,
দেহরূপে তার বাহিরে বিস্তার,
চৈতন্যের সার তাহার মাঝারে।
হে মানব এই গায়ত্রী সাধনা,
ইহারই নাম অদ্বৈতোপাসনা,
(এই) অদ্বৈত চেতনা নহেক কল্পনা,
জাগিবে ভারত ইহারি ঝঙ্কারে।

"এক-তার"

দাও বীণা দাও সে তারে ঝঙ্কার,
যে তার-ঝঙ্কারে ভারত-আকাশে
বাজিয়া উঠিবে একতার তান।
দাও বীণা দাও সে তারে ঝঙ্কার।

যে তার ঝঙ্কারে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে,
আনন্দে ভাসিবে সবে এককালে,
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলে গাবে একতালে
পাইবে ভারত নিজ অধিকার।
দাও বীণা দাও সে তারে ঝঙ্কার।

আনন্দ-অন্তরে সুগভীর স্তরে
প্রবেশি সবার মরম-কন্দরে
ভারতের সার এই "এক তারে"
ধ্বনিত করিয়া তোল রে আবার।
দাও বীণা দাও সে তারে ঝঙ্কার।

পুরুষ চেতন অতি সযতনে
চেতনাই সার কেন যে জীবনে,
থাকিতে দিও না এবে অচেতনে,
উদিত কর রে চৈতন্য সবার।
দাও বীণা দাও সে তারে ঝঙ্কার।

জগত-জননী

জগত-জননী হে ভারত-ভূমি,
রাখিয়াছ তুমি কি ধন অন্তরে,
যাহারি কারণে দারুণ পীড়নে
রহিয়াছে প্রাণ এতকাল ধরে'।
মানবজাতির কি নিগূঢ় কথা,
আছয়ে তোমার মরমেতে গাঁথা,
কি ধন গোপনে, রেখেছ যতনে
মানব-সন্তানে বিলাবার তরে।
নানা দিকে দিকে এ মানবগণ,
করিছে কতই জ্ঞান আহরণ,
এই জ্ঞান ধন করি উপার্জ্জন
মিলিত হইবে তোমার মাঝারে।
সর্ব্বজ্ঞানখনি যে পরশমণি,
মিলাবে যাহাতে সবাকারে তুমি,
সে অমূল্য মণি অন্তরেতে তুমি
মানব-জননী রহিয়াছ ধরে'।
এ বারতা যবে জানিবে জগৎ
বুঝিয়া তোমার করম মহৎ
হেরিয়া তোমায় বিজয়ি হৃদয়
ভাসিবে ভাসাবে সবে আঁখিধারে।
করিবারে এই মণির রক্ষণ,
গোপনেতে তুমি জাগ অনুক্ষণ,

তব জাগরণ জানে কোন জন,
আছে কত তপ তাহার ভিতরে।
জানিও মানব বিনা তপস্যারই,
হ'তে নারে কভু কেন জ্ঞানোদয়,—
তব তপ-ফল এই জ্ঞান-বল
রয়েছে সঞ্চিত তোমার মাঝারে।
জগত যে দিন হইবে সক্ষম,
এই জ্ঞানমণি করিতে ধারণ,
তব আত্মধন, পরম রতন
প্রকাশিবে তুমি লয়ে নিজ করে।
আত্মার প্রকাশে ভেঙ্গে মোহকারা
আনন্দিত হবে সসাগরা ধরা,
সে আনন্দ-ধারা করে' মাতোয়ারা
ডুবাবে মানবে অমৃতের ধারে।
অন্তরে বাহিরে আত্মার প্রকাশ,
তব কীর্ত্তি এই অপূর্ব্ব বিকাশ
থাকিবেক মাতঃ হইয়া গ্রথিত
মানবেতিহাসে জলদ-অক্ষরে।

একই

একই সুরে সবাই বাঁধা
জান বা আর না জান।
একই তারে সবাই গাঁথা
মান বা আর না মান।
একই মরণ, সবাই মরে
মরতে চাও আর নাই বা চাও,
একই জনম সবাই ধরে
ধরতে চাও আর নাই বা চাও।
একই কথা সবাই বলে
ভাষা যতই হোক্ না কো।
এক রাগিণীই সবাই ভাঁজে
সুরের তফাৎ থাকুনা কো।
এক জোড়নে সবাই জোড়া
বাঁধা সবাই এক তাঁতে,
দশার ফেরে যতই ফিরুক্
আগু পিছু একসাথে।
এক নিয়মে পড়ছে সবাই,
যতই কর কোলাহল,

ভাঙতে তারে পারবে না কেউ
কারিকরের এম্‌নি কল।
একই ধরম একই করম
একেরই সব কারখানা,
এক ছাড়া দুই নাই রে ও ভাই
যতই কর কল্পনা।

সত্যং

এ বিশ্ব-রচনা নহেক কল্পনা
সত্যের সাধনা এ যে সমুদয়।
বিচিত্র বরণে ছাঁদে গন্ধে গানে
প্রকাশিত সত্য এ জগতময়।
সত্যে স্থিতি বিনা জ্ঞান মন প্রাণ,
ফেরে কেন্দ্রহীন গ্রহের সমান,
শূন্য পথে তারা, হয় দিশাহারা,
না পেয়ে কিনারা ডুবে সারা হয়।
সত্যেরে লভিলে ইহারা সকলে,
হিল্লোলিত হ'য়ে প্রেমের হিল্লোলে,
বাজাইয়া তোলে বিশ্ব ছন্দ তালে,
আনন্দ মুরতি ধরে প্রভাময়।
সে আনন্দরূপ উজ্জ্বল বরণ,
উদ্ভাসিত করি' জ্ঞান প্রাণ মন,
নেহারে তখন, অন্তরে আপন
যোগাসনে সত্য সমাসীন রয়।

জ্যোতিঃ নিরঞ্জন

ভাষা নাই কথা নাই সে অপূর্ব্ব দেশ !
দ্বিধা নাই চিন্তা নাই আনন্দ অশেষ !
অবিরাম বহে সেথা সুধা-মন্দাকিনী-
যাহার প্রবাহ-ধারা ছাপায়ে ধরণী
পুঞ্জীভূত হয় আসি' মানব-জীবনে
জানাতে অমর-বার্ত্তা এ মর্ত্ত্য-ভুবনে,
তুলিতে অমর করি' এ বিচিত্র লীলা,
জাগায়ে রাখিতে নিত্য অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা
আপন আনন্দ-স্রোতে ! সেই পুণ্যধাম
সেথায় মানবচিত্ত লভিতে বিশ্রাম
চিরদিন তৃষাকুল ; যাহার লাগিয়া
রয়েছে মানব-হৃদে বেদনা জাগিয়া,
সেই শোক-সিন্ধু এবে ছেড়ে যে নয়ন
জাগে ধন্ত প্রেমে পূর্ণ জ্যোতিঃ নিরঞ্জন ।

জাগাও

জাগাও জাগাও,

মম অন্তর-আলোকে তব আলোক মিলাও।

মম অজানা বেদন মম অস্ফুট চেতন,

তব আলোক-কিরণে এবে

ফুটাও ফুটাও।

মম হৃদয় মন্থন মম নিবিড় ক্রন্দন,

তব পরশে নিমেষে এবে

ঘুচাও ঘুচাও।

মম গোপন মরম মম গভীর শরম,

তব মোহন মিলনে এবে

ডুবাও ডুবাও।

সফলতা

জোড়-করে উদ্দেশিয়ে চাহি বারবার,
দেহ দেহ শক্তি এবে মুক্তি লভিবার।
পুঞ্জীভূত হ'লে শক্তি অন্তর গুহায়,
চৌদিকে তাহার তেজ আপনি ছড়ায়।
জ্ঞান কর্ম্ম স্বাধীনতা সকলি সুলভ,
মুক্ত তেজ হৃদি-মাঝে হইলে উদ্ভব।
অন্তর উজ্জ্বল যাঁর শুভ্র মুক্তালোকে,
ধন্য সেই নর-শ্রেষ্ঠ এই নরলোকে!
কর্ম্ম মুক্ত, জ্ঞান দীপ্ত, হৃদি তৃপ্ত তাঁর
সকলে সমাপ্ত তিনি—লঘু সর্ব্ব ভার!
ধৈর্য্য বীর্য্য শক্তি শান্তি তাঁহাতে উদয়,
কর্ম্ম কৃত্য সব তাঁর সফলতাময়।
মানব-জন্মের এই পরম বৈভব
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে আজি মাগিছে মানব।

বিশ্ব-যোগ

শুন শুন বিশ্ববাসী গূঢ় সমাচার—
অখণ্ড চেতনা-সূত্রে গাঁথা এ সংসার।
অখণ্ড মঙ্গলে তার বিচিত্র বিধান,
অখণ্ড আনন্দে তার পূর্ণ পরিণাম,
অখণ্ড যোগেতে আছে যুক্ত সমুদয়,
অখণ্ড কালেতে সবে ভাসমান রয়।
অখণ্ড অভেদ ঐক্য লাভ করিবারে
দাউছে সকল গতি বিচিত্র আকারে।
বহুগতি হবে যবে একেতে মিলন,
বিশ্বের পরম রূপ হবে দরশন।
সে পরম রূপ-জ্যোতিঃ হইলে বিকাশ
অখণ্ড যোগের লীলা হইবে প্রকাশ।
বিশ্বমাঝে বিশ্বমণি হেরিয়া তখন
সার্থক হইবে জন্ম, সফল জীবন।

জীবন-স্বামী

শুভ্র বেশ করি' শুভ্র মূর্ত্তি ধরি'

শুভ্রালোকোপরি কে তুমি বিরাজ।

মরণ মাগিয়া রয়েছি জাগিয়া

তোমারি লাগিয়া হে হৃদয়রাজ।

নিবিড় আঁধারে একা বসে' আমি,

তব নাম হৃদে জপেছিনু স্বামী,

নীরব সে বাণী কেমনে না জানি

মরম হে তব পরশিল আজ।

জানিনু হৃদয়ে থাকিয়া গোপনে

শুনেছিলে মম মরম বেদনে,

(তাই) আঁধার জীবনে ভাসায়ে কিরণে

উদিলে হে আসি' এ হৃদয়-মাঝ।

দেবশক্তি

জলিয়া উঠেছে অগ্নি ধরি' বীর-বেশ
জগতের তমোরাশি করিবারে শেষ !
তিরোহিত করিবারে সর্ব্ব দুঃখ ভয়,
জীবনের সর্ব্বগ্লানি মিথ্যা সমুদয়
করিতে নিঃশেষ,—যাহে মানব-জীবন
অন্ধকারে মোহ ঘোরে থাকে অচেতন
সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বনাশি অগ্নি মহাবীর
প্রজ্জলিত করি' শিখা হইল বাহির
বিশুদ্ধ মঙ্গল মূর্ত্তি ! নাশি' পাপভার,
বিনাশিয়া জগতের গূঢ় অন্ধকার,
নাশিয়া মঙ্গল তরে হইল নির্ব্বাণ,—
দিব্য-রথে শূন্য-পথে করিল প্রয়াণ।
সেথা হ'তে শান্তি-ধারে হ'য়ে বরষণ
সুন্দর শ্যামল করি' তুলিবে ভুবন।

অন্তর্য্যামী

অনাদি অতীত তুমি দূর ভবিষ্যৎ,
তব সীমা নির্দ্দেশিতে নাহি কোন পথ
সুগভীর অন্ধকারে হইয়া প্রচ্ছন্ন
গুপ্ত করি, লুপ্ত করি, করিয়া আচ্ছন্ন
শতমুখ প্রকাশের ধার—রচ তুমি
অনন্ত-শয্যায় নিত্য বিশ্রামের ভূমি।
সেথা হ'তে ধীরে ধীরে জাগায়ে চেতন
ব্যক্ত করি, মুক্ত করি, করি উন্মীলন
খুঁজি তোলো অপরূপ এ চেতনা-লোক
নিমেষে নবীন যার অপূর্ব্ব আলোক।
নিমেষে নবীন তার গন্ধ রস রূপ,
নিমেষে নবীন তার ছবি অপরূপ।
ধরিব তোমারে কভু কিরূপে হে স্বামী,
স্বপ্রকাশে অপ্রকাশে তুমি অন্তর্যামী।

চির-নির্ভর

বুকের ভিতর পোষণ তুমি
কর আমার সব,
সেই আরামে আছি আমি
থামিয়ে আমার রব।
সেই আরামে সেই বিরামে
আমার সকল বোঝা,
হ'য়ে গেছে অনায়াসে
সকল দিকেই সোজা।
যাক্ না কেন তরী আমার
অগাধ জলে ভেসে,
যেমনি করে' যাইনা কেন
লাগবে কূলে এসে।
তোমার বুকে অবাধ সুখে
আছি শুয়ে আমি,
তোমার বুকে সকল আবেগ
গেছে আমার থামি'।
পড়ুক যতই ঝড় তুফানে
বাড়ুক যত বাধা,
থাকবে আমার জীবন-তরী
তোমার বুকে বাঁধা।

তোমার পথ

দেখ্‌তে দেখ্‌তে হ'ল সে যে
অনেক দিনের কথা,
দেখেছিলে আমায় যেদিন
ফিরতে যথা তথা,
খুঁজেছিনু ঘরের কোণে
ধুলো মাটির মাণ,
দিন-দুপুরে দিতেছিনু
শুকনো ভূঁয়ে চাষ,
দেখেছিলে ব্যর্থ কাজে
করতে আনাগোনা,
সেই পথেতে যে পথ আমার
নয়কো জানাশোনা।
তুমি যেদিন ঘরে আমার
দিলে আসি দেখা,
চিনিয়ে আমায় দিলে তোমার
সরল-পথের রেখা,

সেদিন হ'তে তোমার পথে
কর্‌ছি আসা যাওয়া,
লাগ্‌ছে আমার গায়ে যেন
খোলা মাঠের হাওয়া।

মুক্ত হাওয়ায় চোখে আমার
পড়্‌'গেছে ধরা,
আমায় যেটি ছড়িয়ে আছে
তোমায় সেটি ভরা।

পূর্ণতা

জনম আমার বিফল হোতো
জীবন হোতো শেষ,
মরণ আমায় নিয়ে যেতো
না জানি কোন দেশ,
তুমি যদি না আসিতে
না বাসিতে ভালো,
না ফেলিতে জীবন-পথে
এমন গভীর আলো।
তুমি যদি না গাহিতে
এমন গভীর গান,
জীবন-বীণায় না তুলিতে
এমন গভীর তান,
সবই আমার বৃথা হোতো
সকল কথাই মিছে,
থাকতো যে নাথ পড়ে' আমার
সকল কাজই পিছে।

তুমি যদি না জানাতে
না শেখাতে আজ,
মঙ্গলে কোন্ পথে হবে
নিবেদিতে কাজ,
কেমন করে' হৃদয় ভরে'
উঠ্‌তে হে আজ ভাসি
কেমন করে' স্বর্গতীরে
বাজ্‌তো এমন বাঁশী।

তুমি ও আমি

অনেক দিনের খেয়া তুমি অনেক দিনের পার,
অনেক দিনের বোঝা আমি অনেক দিনের ভার।
অনেক দিনে তোমার সনে হ'ল আমার দেখা,
নামিয়ে তুমি নিলে আমার সকল বোঝাই একা,
দিলে আমায় তুলে তোমার তরীর 'পরে সুখে
সুবাতাসে চলল তরী পরপারের মুখে।
তুলেছ পাল ধরেছ হাল ওগো নাবিক গুণী,
আমার পরে দরদ তোমার কত যে আজ শুনি।

নবীন প্রভাত

প্রথম যেদিন তোমায় আমায়
হয়েছিল দেখা,
আমি তখন ঘুমিয়েছিনু
তুমি জেগে একা।
আমি তখন দেখ্‌ছি স্বপন
ফির্‌ছি কত দেশ
গড়্‌ছি কত নূতন ভুবন
ধর্‌ছি কত বেশ।
আপন মনে ভাঙ্গা গড়া
স্বপন-দেশের খেলা,
দিনে সেথা রাতের আঁধার
রাতে দিনের মেলা
আধেক আলো আধেক ছায়া
আধেক স্বপন ঘোর
দেখায় কত কুহক শত
পরায় কত ডোর।

এসে তুমি কাছে আমার
শিরে দিলে হাত,
ভাঙলে আমার এতদিনের
স্বপন-ঘেরা রাত।
জেগে এখন তুমি আমি
বসেছি এক সাথে,
মধুর হাওয়া বইছে আজি
নবীন প্রভাতে।

প্রকাশ-রূপ

কার শক্তি বিশ্বমূলে থাকি' বিদ্যমান,
জল-স্থল শূন্যোপরি জাগাইছে প্রাণ,
ফুটাইছে জীবনের অনন্ত মুকুল,
চরাচর বিশ্ব যার সৌরভে আকুল!
কার তেজ রস রূপে ব্যাপিয়া ভুবন,
সঞ্চারিত করি' সবে অমৃত চেতন,
খুলি' দেয় মরমের নিভৃত দুয়ার—
তুলিয়া বিচিত্র সুরে চেতনা-ঝঙ্কার!
কার যোগে মুক্তি-লোকে প্রবেশি' মানব
জীবনের সর্ব্বভার করিয়া লাঘব,
ব্যাপ্ত করে আপনারে চরাচরময়
নাহি থাকে বাধা তার নাহি থাকে ভয়!
কোথা সে প্রকাশ-রূপ আদি-অন্ত-হীন,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার বক্ষমাঝে লীন?

মৃত্যুতে

স্বপ্ন অন্তে পদপ্রান্তে তুলে নিলে আজ
জীবনের দীপ্তিকণা, ওহে বিশ্বরাজ !
সুপ্তিমাঝে দীপ্তি তব জাগে চিরদিন,
বন্ধনে অথবা থাকি বন্ধন-বিহীন ।
সুপ্তি সাথে মিলাইয়া আপন কল্পনা
গড়েছিলে স্বপ্নলোক,—বিচিত্র রচনা !
নানামত রূপ যার নানা ভাবাবেশ,
অসংখ্য রচনা যাতে অসংখ্য বিশেষ,
অনন্ত আনন্দ যাতে শত খণ্ড হয়,
অসীমেতে সীমা জাগে হ'য়ে স্বপ্নময় ।
এবে সেই স্বপ্নটুকু হ'য়ে গেল শেষ,
দীপ্তিরাশি দাঁড়াইল ধরি' মুক্ত বেশ ।
আঁধারে আঁধার গেল আলোকে আলোক,
বিশ্ব নিদ্রা যোগযুক্ত হের সর্ব্বলোক ।

জগৎ কার ?

কার এ জগত কার ?
কার এ আলো রূপের রাশি,
কার এ অন্ধকার !
কার হে আমি কার হে তুমি,
কার এ বিপুল বিশাল ভূমি,
কার এ সিন্ধু আকাশ চুমি'
দিগন্ত প্রসার ।
কার হে এমন আসা যাওয়া,
পলে পলে নূতন হওয়া,
এমন চাওয়া এমন পাওয়া
কার হে চমৎকার !
কার দরশন মাগি' ভুবন
কাটায় হে তার দীর্ঘ জীবন,
ফিরে ফিরে কাহার মিলন
চাহি বারম্বার ।

জীবন-বন্ধু

না জানিয়া সেইখানে করিনু আঘাত,
জীবন-বন্ধু হে যেথা জাগ দিনরাত।
যেথায় নিয়ত তুমি মাগ হে বিশ্রাম,
সেইখানে বাধাইনু বিপুল সংগ্রাম।
কাটিনু আপন হাতে হইয়া কঠোর
অমৃত-মঙ্গল-মাখা—তব প্রেম-ডোর।
'ছিন্ন করি' ফেলি যাহে জীবনের মূল,
অকূল সাগর মাঝে হারাইনু কূল!
সঁপি' দিনু আপনারে বিনাশের পায়—
যেথা হ'তে বন্ধু তোমা দেখা নাহি যায়!
মরণে বরিনু আর ত্যজিনু তোমারে,
ডুবিনু আঁধারে হায়, ডুবিনু আঁধারে।
সেথা দেখি জাগ তুমি হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়—
প্রেমসিন্ধু জীবনবন্ধু নাহি তব ক্ষয়!

জাগরণ

জীবনে আমার এ কেমন সুরে
এ কি এ রাগিণী ঢালো,
হৃদয়ে আমার জ্বালিলে আজিকে
এ কি এ নূতন আলো।
চক্ষে দিলে কে নূতন দৃষ্টি
কণ্ঠে নূতন ভাষা,
করিলে আমার হৃদয়ে সৃষ্টি
এ কি এ নূতন আশা।
মিলালে আজিকে দ্যুলোকে ভূলোকে
বাজালে নূতন বীণ—
নিশি মাঝারে সুপ্তি আনিলে,
সুপ্তি মাঝারে দিন।
ভরিল বিশ্ব, পূর্ণ দৃশ্য
দেখ রে চাহিয়া আজ,
কে আসি' উদিল, হৃদয় জাগাল,
ঘুচাল সকল লাজ।

নতশির আজি উঠিল উচ্চে
পাইয়া কার অভয়,
মর্ত্ত্য-জীবন কাহার আলোকে
আজি গৌরবময়।
মঙ্গল শিখা জলিয়া উঠেছে
ঐক্য দিয়াছে দেখা,
জগত-ললাটে পড়েছে যে আজ
পূর্ণ-মিলন-রেখা।

অযাচিত

দেখ্‌ছি চেয়ে অবাক্‌ হ'য়ে ভাব্‌ছি ব'সে তাই,
তোমার সুরে কেমন করে' আমি হে গান গাই।
কেমন করে' আমার সুরে মিলালে হে সুর,
রচ্‌লে আমার হৃদয় মাঝে কি গান সুমধুর।
ভেবে না পাই কেমন করে' কর্‌লে এমন দান,
গোপন করে' আপনারে বাড়িয়ে আমার মান।
শিশু আমি তোমার কাছে আজ্‌কেকার এই গানে
কেমন করে' মিলাব সুর আমি তোমার তানে।

তোমার প্রেম

শোনালে আমায় তুমি অপূর্ব্ব ভারতী,
সেথানে তোমারি প্রেম-অনিন্দ্য-মূরতি।
যার জ্যোতিঃ মোর প্রতি চিরস্থির বর,
সুখে দুখে সমভাবে হ'য়ে শান্তিময়
ল'য়ে যায় ঊর্দ্ধপথে শুভ্র রথে মোরে,
মুহূর্ত্ত রাখে না ফেলি' অন্ধকার-ঘোরে!
যুক্ত করে' তোমা সাথে মুক্ত করে' প্রাণ,
ব্যক্ত করে অমৃতের নিবিড় সন্ধান;
জানায় সবার মাঝে তুমি একেশ্বর,
পূর্ণ করি' আছ ভরি' ধরিত্রী অম্বর।
বিরাজিছ শূন্যমাঝে তুমি হে একাকী
নিশিদিন মেলি' এক নির্নিমেষ আঁখি।
একাকী তুমি হে সর্ব্ব-রহস্য-আধার,
জাগিছে তোমার প্রেমে আনন্দ অপার।

পূর্ণ

কেমন করে' জুড়িয়ে গেল আমার বেদন রাশি,
কেমন করে' ফুরিয়ে গেল দিনের রোদন হাসি,
কেমন করে' একের সুরে ভর্‌লে গগন আজ
রাতেদিনে এক আসনে বস্‌লে হৃদয়-রাজ।
পূর্ণ আজি আলোক রাশি পূর্ণ অন্ধকার,
দিনের মিহির রাতের তিমির আজ্‌কে একাকার।
যৌবনের বাজে জনমমাঝে আজকে রই রই,
শূন্য মাঝে পূর্ণ সাজে কে বিরাজে ওই।

ভরা সিন্ধু

শূন্য পানে যেও না আর
পূর্ণ পানে চাও,
এতদিনের শূন্য এবার
পূর্ণ করি' নাও।
দেখ চেয়ে কে দাঁড়ায়ে
কে বাড়ায়ে কোল,
কে দিয়াছে জগৎ মাঝে
আজকে এমন দোল।
সাগরে আজ কে তুলেছে
এমনতর ঢেউ,
কুলেতে যে নাই রে সীমা
নাই রে সাথী কেউ।
আপন পানে আপন হাতে
করি খেয়া ভর,
তুফান মেঘে তোমায় বেয়ে
যেতে হবে ঘর।

মরণ-টানে যখন প্রাণে
উঠবে চরম সুর,
ছিঁড়বে "আমি" আমির বাধা
হ'য়ে যাবে দূর।
ভাসবে সিন্ধু পূর্ণ ইন্দু
ধরি' বক্ষস্থলে,
ভরি' চুমুক আপন অন্তর
অগাধ স্বচ্ছ জলে।

প্রেমের নম্রতা

তোমার প্রেমের ভারে নত যারে
কর তুমি নাথ।
তারে নিজ সাথেই হিয়ায় গেঁথে
রাখ সাথ সাথ।

সদা তারই পানে চেয়ে থাক,
নিমেষে ছেদ নাহি রাখ,
হৃদয় দিয়ে হৃদি ঢাক
না লাগে আঘাত।
দেখাও তারে সঙ্গোপনে,
কোন্ গভীরে কোন্ বিজনে,
কোন্ ভুবনে সুধার সনে
সুধার মিলনপাত।
কোথায় তব সুধারাশি
ঝরে' জগত উঠে হাসি,
কোথা বাজে মোহন বাঁশি
সারা দিবস রাত।

আলোয়

আলোয় আসে আলোয় ভাসে
আলোয় হাসে
আলোয় রয় !
আলোর মাঝে কে সে রাজে
হ'য়ে আলোর
আলোকময় !
হৃদয়-বীণার গভীর তারে
কে সে বাজায় বারে বারে,
কে লুকায়ে দ্বারে দ্বারে
জাগরণ
হ'ল উদয় !
নয়ন মেলি' দেখ চেয়ে,
গগন ফেলি' আলোয় ছেয়ে,
দুয়ার খুলি কে দাঁড়ায়ে
নীরব ভাষায়
কে কথা কয় !
জগতে সে জগত-জীবন,
হৃদয়ে সে হৃদয়-রঞ্জন,
দুয়ের মাঝে যুগল মিলন
কূজন করে
আনন্দে লয় !

মুক্ত চেতন

ওহে বিশ্বশোভন মুক্ত চেতন
মাগিছে ভারত
তোমার শরণ।
খোলো হে তাঁহার রুদ্ধ দুয়ার
খেলো হে তাহার
গভীর চেতন।

ভারত-পূজিত তোমার মূরতি,
ভারত-বিদিত তোমার ভারতী,
ভারত-গগনে তোমার আরতি
হেরিতে হে আজি
চাহিছে ভুবন।

লও হে তাহার বাঁধন খুলিয়া,
তোমার চরণে লও হে তুলিয়া,
কত না কালের ধূলায় ঢাকিয়া
রয়েছে হে তার
মুদিত নয়ন।

ভরাও তাহার দুঃখ-পাথার,
ঘুচাও তাহার মৃত্যু-আঁধার,
অমর বীণায় বাজাও হে তার
অমর সুরের
অমর জীবন।

সুপ্রভাত

কার লাগি' জাগি' জাগি' কাটাইনু রাত—
মেলি' আঁখি কারে দেখি আজি সুপ্রভাত!
কার সনে এ জীবনে না হ'লে মিলন,
আঁধারে রহিত ঘিরে এ হৃদি-গগন!
অমানিশা দশদিশা ঢাকিত সদাই,
দ্যুলোক ভূলোক মাঝে না থাকিত ঠাঁই;
কেহ কারে না জানিত না চিনিত হায়,
না পাইত কেহ তার আনন্দে কি তায়।
না জাগিত কোন আশা না হাসিত প্রাণ,
না আসিত উষা, পাখী না গাহিত গান!
জীবনে মরণে কিছু না থাকিত ভেদ—
যদি না দরশ তার মিটাইত খেদ!
তাহারি প্রকাশে বিশ্ব নবরাগময়,
অন্তরে বাহিরে আলো—অশোক অভয়।

মহাযোগ

বাজাও ভারত আজি বিশ্বমাঝে
তব সুমহান সে মঙ্গল সুর।
মুক্ত-রবে যার নিখিলসংসার
শান্তি-সুধা-রসে হইবে মধুর।
জানিবে জগৎ ঐক্য কারে কয়,
ঐক্য যোগে সব কোথা যুক্ত রয়,
মানব-গৌরব কোথা বৈভব
কোথা সে অসীম আনন্দ প্রচুর
দেখাও আজিকে কোথা সেই স্থান,
জাগিছে যথায় এই মহাপ্রাণ,
কে সাধিবে আজ এ মহা-কল্যাণ,
অকল্যাণ রাশি কে করিবে দূর
কোথা সে মানব মহাগুণবন্ত
ধৈর্য্য যাঁর কভু নাহি হয় অন্ত,
শান্তি যাঁর শান্ত নিয়ত অভ্রান্ত
পূর্ণ প্রেমে যাঁর হৃদি সুমধুর!

সোহহং

চিত্ত যাঁর সদা মহাযোগযুক্ত,
সর্ব্ব ইচ্ছা যাঁর সদা পাশমুক্ত,
কর্ম্ম যাঁর নিত্য চরাচরে ব্যাপ্ত
আনন্দে নিরত বাজে পূর্ণ-সুর।
সে আনন্দ লভি' মানব-জীবন,
হেরে আপনায় এ বিশ্বভুবন,
বিশ্বমাঝে হেরে অন্তর আপন
দেখে পূর্ণ যোগে বিশ্ব পরিপূর।

আপ্তকাম

ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নেওয়া
বাড়িয়ে দেওয়া কাজ।
এমনি ক'রে কাটাও তুমি
সারা সকাল সাঁঝ।
দেখাও কত কর্ম্ম ব্রত
ব্যাপ্ত কত দিক্।
যায় না জানা কোথায় থানা
পায় না কেহ ঠিক্।
দেখাও যেন সইছ যেন
কত শত ভার।
রাতে দিনে নিরন্তরে
করছ কত পার।
জেগে দেখি সকল ফাঁকি
আর ত কিছু নাই।
একা তুমি আপন মনে
চলেছ গান গাই।
এই কথাটা সবার মাঝে
বল্‌তে নাহি দাও।
পূর্ণ হ'য়ে আছ যে হে
কারেও নাহি চাও।

চেতন-দীপ

কার প্রকাশে এই আকাশে
ভাস্‌ছে সমুদয়,
বিরাট সাজে জগৎমাঝে
চল্‌ছে অভিনয়।
কান্না হাসির কতই গভীর
বইছে খর ধার,
রাজা উজীর কাঙাল ফকির
নাইকো কারো পার।
সবাই নাচে সবাই যাচে
সবাই পাছে ধায়,
ভাবের ঘোরে সবাই ওরে
কতই গীতি গায়।
কার আলোকে এ তিন লোকে
প্রাণের জাগরণ,
জড়-চেতনে স্বভাব গুণে
বিরাট সম্মিলন।
অন্তঃশীলা যোগের লীলা
নয়ন পরে ভাসে,
ব্যাকুল প্রাণে সবার টানে
কাহার মিলন আশে।

কার বিরাগে কাঁহার রাগে
জগৎ কম্পহীন,
বিশ্ব-সভায় বিরাট ব্যাপার
সুপ্তি মাঝে লীন।
কেহ বা তখন বলে আপন
কেহ বা বলে পর,
কেহ বা মরে কেহ বা চড়ে
কেহ বা গড়ে ঘর।
সৃষ্টি-ধারা দৃষ্টি-হারা
মৌন সারা দিক্,
গগন-তলে নিত্য জ্বলে
কে সে চেতন দীপ।

অন্তরে বাহিরে

অন্তরে চেতনা অনুভবে যারা
বাহিরে সে ধরে
নানামত রূপ,
অন্তরে বাহিরে নেহারে যে তারে
ঘুচে তার ভব
বন্ধনের দুখ।
ছিন্ন হয় তার নিদারুণ মোহ,
ভিন্ন আর তার নাহি থাকে কেহ,
আপনাতে তার মিটে যে সন্দেহ,
ছুটে যে তাহার
তুচ্ছ আশা সুখ।
চিন্ময়াকে তার বিরাজে অভয়,
মুক্তিনাকে তার বাধনের ক্ষয়,
নিত্য সনে তার সত্য পরিচয়,
চির সুখে তার
ভরি' উঠে বুক।
পরশিয়া তার আলোকে আঁধারে,
ঝরবে অমৃত শত শত ধারে,
অচেতন মাঝে চেতন আকারে
জাগি' উঠে কার
চির হাসি মুখ।

মানব-চিত্ত

কত যুগ ধরে' সাজায়ে সাজায়ে
তুলিছ হে তুমি জাগায়ে জাগায়ে
মানব-চিত্ত পরম বিত্ত
দীপ্তি-সাগরে ভাসায়ে ভাসায়ে।

ধীরে ধীরে তার ঘন আবরণ,
তুলি' ফেলি' মেলি' দীপ্তি-কিরণ,
তোমার নিত্য চরম সত্য
দিতেছ হে তায় ফুটায়ে ফুটায়ে।

কালে কালে কালে কত আনন্দ,
কত নব রাগ কতই ছন্দ,
তাহার কণ্ঠে তাহার বক্ষে
কত তরঙ্গ দিতেছ উঠায়ে।

একাসনে তুমি বসিয়া একেলা
সাজাইয়া তাহে স্বরূপের ডালা,
পুণ্যলগনে দিব্যগানে
দিতেছ নিত্য বিলায়ে বিলায়ে

মর্ত্য-জীবনে দিব্য-মুরতি
দিব্য ভুবনে পূর্ণ আরতি
হেরিয়া স্নেহ ধরে পবিত্র
দিতেছ এ আশা জাগায়ে জাগায়ে।

হৃদয়-স্বামী

অন্ধকারে কে আমারে
করে আকর্ষণ
এমন ক'রে হৃদয় 'পরে
জানায় আগমন।
অচেতনে চেতন করি'
কে দেয় সমাচার,
আঁধারে যে আমি গোপন
আলোক-পারাবার।
জাগরণে জীবন আমি
ঘুমে স্বপন হে,
প্রেমে তোমার আছি আমি
চির-মগন হে।
গভীর রাতে তোমার সাথে
মিলন সাধিতে
এস আজি—হৃদয়-স্বামী
এ ঘোর নিশীথে।

নূতন প্রাণ

বালক-প্রাণে আলোক জ্বালি'
উজল কর
কোমল হিয়া।
সরস কর হৃদয় রসে
অমৃতময়
পরশ দিয়া।
মরণ পেয়ে পরাণ ছেয়ে
পড়ুক বেয়ে
কিরণধার।
প্রেমের ভরে ধরার 'পরে
পড়ুক ঝরে'
সুরভি সার।
মধুর বায়ে দাও ফুটায়ে
চরণছায়ে,
জীবন-ফুল।

প্রাণের ধারা ছুটিয়া সারা

হউক হারা

ছাপায়ে কূল।

জগৎ জাগে নবীন রাগে,

হৃদয় মাগে

নবীন প্রীতি,

তরুণ-প্রাণে করুণা দানে

গভীর তানে

জাগাও গীতি।

প্রাতঃসূর্য্য

অতি সুন্দর   গতি মন্থর
ভরি' অম্বর মাঝে,
দীপ্তমহিমা   স্বর্ণ-প্রতিমা
শূন্য নীলিমা মাঝে।
শুভ্র আলোক   দিব্য গোলক
ধৌত দ্যুলোক যার,
চরণপ্রান্তে   আজি একান্তে
ভূলোক বন্দে তার।
নিত্য ধারায়   চিত্ত তারায়
মৃত্যু করায় ত্রাণ,
নশ্বর যত   বিশ্বের শত
বন্ধন-ক্ষত প্রাণ।
উজ্জ্বল শিখা   মঙ্গল লিখা
নিষ্কল রেখাপাত,
শ্যাম ধরণী   সুপ্ত ধরণী
জাগ্রত তার সাথ।

বিশ্বকেন্দ্র বিরাট তন্ত্র
মিলন মন্ত্র গাহে,
অসীম বক্র কালের চক্র
যুক্ত একত্র তাহে।
চেতন-বিন্দু জীবন-ইন্দু
ভুবন-সিন্ধু মাঝ—
জগৎ লক্ষ্য ঈপ্সিত চক্ষে
বক্ষে অমররাজ

শান্তরূপ

যুগে যুগে তব শান্ত-জ্যোতিঃ
ভুবনে ভুবনে প্রকাশিত হয়।
নবভাবে অপূর্ব পুণ্যপ্রীতি,
জীবনে জীবনে হ'য়ে প্রভাময়।

ভালবেসে এসে হৃদয় মাঝারে,
চেতনা সঞ্চারি' গোপন আগারে,
সেথাও গভীরে কি শুভ্র আকারে
জাগিছে তোমার মুরতি অভয়।

কি গভীর যোগে মিলাইয়া প্রাণ,
গাঁথিছ সেথায়, গাহিছে গান,
সামমন্ত্রে যার বাজে ঐকতান
বিশ্ব গাহে এক অখণ্ডের জয়।

পরিপূর্ণ যেথা অতীতের শেষ,
অনাগত যাহে নিরত অশেষ,
অপরূপ যার রূপ-সমাবেশ
অরূপের মাঝে রূপের উদয়।

আত্মনিবেদন

আমি আলোকে ভালোবেসেছি
হৃদয়ে মনে তাহারে টেনে
যতনে ধরে' রেখেছি
নয়কো এতো আমার আলো,
আমি গো শুধু বেসেছি ভালো,
কাহার আলো কাহার ভালো
বহিয়া হেথা এনেছি।
আমার মাঝে নাইকো মূল,
নাইকো দিশা নাইকো কূল,
আমি গো শুধু স্রোতের ফুল,
অকূল হ'তে ভেসেছি।
শুধু গো আমি ব্যাকুল প্রাণে
চাহিয়াছিনু আলোক পানে,
কাহার টানে আজি কে জানে
সবার মাঝে এসেছি।

বাঁশী

আমি আর কিছু না জানি—
শুধু একই সুরে একই বাঁশি
বাজাই দিনযামী।
বাঁশি আমার একে সাধা,
গোড়াটি তার একে বাঁধা,
একই সুরে হাসা কাঁদা
আলো আঁধার আনি'।
বাজে বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে
একই তানে প্রাণপণে,
নিশিদিনে একই মনে
আনে হিয়ায় টানি'।
জাগে বাঁশি রূপে ভেসে
অরূপে তান ধরে শেষে,
আমি রূপ অরূপের মাঝে বসে'
শুনি একের বাঁশি।

"আমি"

ছাড়তে গেলে "আমির" কোটা লাগবে প্রাণে ডর
ভাববে বুঝি গেল আমার এমন সাধা ঘর।
ভাববে আমার জনম গেল মরণ হোলো সার,
"আমি" যাওয়া মরণ হওয়া তফাৎ কোথা আর ?
এই "আমি"কে সঙ্গে রেখে করছি যত খেলা,
এইটি গেলে কি নিয়ে আর কাটবে বল বেলা ?
কি নিয়ে আর চলবে তখন বেচাকেনার হাট,
ভাঙবে বুঝি ভবের লীলা উঠবে দোকানপাট।
ভেবোনা ভাই ভেবোনা ভাই সকল যাবে মুছে,
"আমি" গেলেই জগৎ যাবে একাকারে ঘুচে।
এই আকাশই থাকবে তখন এই বাতাসই ব'বে,
যেমনিটি এই দেখছো এখন তেমনিটি ঠিক রবে।
কাণাকড়ির একটি কোথাও যাবে নাকো খোয়া,
চলছে যেমন চলবে তেমন নিত্যি খাওয়া শোয়া
এই যে দেশে দেখছো এখন—তখনো সেই দেশ !
"আমি" বলে' ভাবনাটুকু, সেইটুকুরই শেষ।

এপার ওপার

এপার পানে চেয়ে দেখি বিঘ্ন-বাধার অন্ত নাই,
অন্ধকারে মরি ঘুরে কূল না দেখি তল না পাই।
আলোক-রেখা না যায় দেখা মসি-আঁকা শূন্য পট,
সবাই হেথায় ব্যর্থ বাধায় ঘা দিয়ে যায় হৃদয়-তট।
ওপার পানে নিত্য জাগে শুভ্র জ্যোতির দিব্য মেলা,
আনন্দে তায় উঠছে কত দীপ্ত-প্রাণের মুক্ত খেলা।
সবাই সেথায় শুভ্র বরণ শুভ্র কিরণ শুভ্র বেশ,
তারই মাঝে দিব্য আসন—বসেন যাহে হৃদয়েশ।
নাইকো মানা নাই সীমানা নাইকো সেথা মসি ঘোর,
অসীম সীমায় যুক্ত সেথায় মুক্ত সেথায় প্রাণের ডোর।

সৎ

অন্ধকারে অরূপ তুমি আলোয় রূপবান,
আলো-আঁধার যোগে তোমার না হয় পরিমাণ।
ফোটে যদি আলোক শুধু ফোটে তবে লয়,
ওঠে যবে এ সর্বই হোয়ে আঁধারময়,
মহীতে যদি অন্ধকারে শান্তিভরে লীন,
কেন তবে আবার তবে জাগি' উঠে দিন।
তবে কেন আবার হেন রূপের অনুভব ;
অরূপেতে যদি তোমার মিটিত যে সব।
নয়কো সকল আলোই কেবল নয়কো সকল আঁধা
তাহার পরে একেবারে থাকবে তুমি বাঁধা।
সন্ধি মাঝে বন্দী তুমি—তোমার বুকে সৎ,
কালোর-সাদায় আলোর-আঁধার খেলছে যুগপৎ।

টোড়ী ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ওহে সুনির্মল সুন্দর উজ্জ্বল
শুভ্র আলোকে কে তুমি বিরাজ।
বরণ মাগিয়ে রয়েছি জাগিয়ে
তোমারি লাগিয়ে হে হৃদয়রাজ।

নিবিড় আঁধারে একা বসে' আমি,
তব নাম স্মরে জপেছিনু স্বামী,
নীরব সে বাণী কেমনে না জানি
তোমারি আনন্দ পরশিল আজ।

জানিনু হৃদয়ে থাকিয়া গোপনে
শুনেছিলে মম মরম বেদনে
আঁধার জীবনে জাগায়ে কিরণে
উদিলে হে স্বামি' এ হৃদয় মাঝ। ১

সুর :—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কথা :—শ্রীহেমলতা দেবী।

২´ ৩ ০ ১
II পসা -া। পূদা -া পা। সা -জ্ঞা। জ্ঞা -া জ্ঞা I
ও ০ হে০ ০ সু নি ০ র্ম ০ ল

২ ০ ১
I জ্ঞা -পা। মা -মা মা। জ্ঞা: -ঋ: । জ্ঞা -ঋা সা I
সু ০ ন্দ ০ র উ ০ জ্জ্ব ০ ল
১

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা | মা -া মা | মা -া | মা -া -া I
এ কা ব ০ সে আ ০ ছি ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞাঃ -রঃ | জ্ঞা -া -ঋসা I
ও ই না ০ হং হ ০ সে ০ ০০

২´ ৩ ০ ০ ১
I সা সা | সর্ঋা -জ্ঞমা মা | মজ্ঞা -ঋা | সা -া -া I
ক পে ছি০ ০০ হু ষা০ ০ মী ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা সা | দা -া দা | পদা -া | পা -া -া I
নী র ব ০ সে বা০ ০ ণী ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা | পদা -ণর্সা র্সা | ণঃ -দা -পঃ | মা -া -া I
কে ম নে০ ০০০ না জা ০ ০ নি ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I মা পা | মপা -মণা ণা | দা -পপা | মা -পা -জ্ঞা I
তো মা০ রি০ ০০০আ ন ০০ দ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ঋা সা | সঋা -জ্ঞমা মা | জ্ঞা -জ্ঞঋা | সা -া -া I
পূ র্ণি০ ০০০ন আ ০০ জ ০ ০

২´ ০ ১ ২ ৩ (see notation)

I জ্ঞা পা । পধা -পণা ধা । পা -মপা । মজ্ঞা -া -া I
উ ঠি লে ০ ০ ০ হে আ ০ ০ সি ০ ০ ০

I মজ্ঞা -া । জ্ঞা মজ্ঞা মা । জ্ঞা -া । -ঋা সা -া II II
এ ০ ০ ক দ ০ ০ ড় মা ০ ০ য় ০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরট মল্লার—একতালা।

আমি আর কিছু না জানি—
একই সুরে একই বাঁশী
বাজাই দিনযামী।

বাঁশী আমার একে সাধা,
গোড়াটি তার একে বাঁধা,
একই সুরে হাসা কাঁদা
আলো আঁধার আনি'।

বাজে বাঁশী ক্ষণে ক্ষণে
একই তানে প্রাণপণে,
নিশিদিনে একই জনে
প্রাণে হিয়াই টানি'।

আগে বাঁশী রূপে ভেসে
অরূপে তান ধরে শেষে,
আমি রূপ অরূপের মাঝে বসে'
শুনি একের বাণী। ২

সুর:—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কথা:—শ্রীহেমলতা দেবী।

২´ ৩ ১ ০
II {রা পা -া। মা -রা রা। সা ণ্ -সা।
আ মি ০ আ র্, কি ছু না ০ ০

১ ২´ ৩ ০
।রা রা -া} I মা মা -পা। পা পা -া। মা পা পা।
জা নি ০ এ ক ই সু রে ০ এ ক ই

১ ২´ ৩ ০
।র্সা র্সা -া I র্সা র্সনাঃ -র্রঃ। র্সা ণা -ধা। পা মা -রা।
বা শী ০ বা জা০ ই দি ন ০ যা মী ০

১
।-া -া -া II

২ ০ ৩ ০ ১
II {র্সা পা -া। না না -া। না র্সা -া। র্সা র্সা -া I
বাঁ শী ০ আ মা র্ এ কে ০ সা ধা ০

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা -র্না। র্রা র্মা -া। র্রা র্সা -া। ধর্সা পা -া}I
গো ড়া ০ টি, তা র্ এ কে ০ বাঁ ধা ০

২´ ৩ ০ ১
I মা রা -পা। পা পা -া। মা পা -া। র্সা র্সা -া I
এ ক ই সু রে ০ হা সা ০ কাঁ দা ০

২´ ৩´ ০ ১
I র্সা না -র্রা। র্সা পা -ধা। পা মা -রা। -া -া -া II
আ লো ০ আঁ ধা র্ আ নি ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II{রা রা -মা। রা রা -া। রা রা -া। সা সা -া I
বা জে ০০ বাঁ শী ০ ক ণে ০ ক ণে ০

২´ ৩ ০ ১
I রা মা মা। মা মা -পা। রা রা -পা। সা সা -া I
এ ক ই তা নে ০ প্রা ণ ০ প ণে ০

২´ ৩ ০ ১
I রা রা -া। মা মা -া। পা পা -ধা। পা পাঃ -ধঃ I
নি র্নি ০ দি নে ০ ০ এ ক ই ক্ষ নে

২´ ৩ ০ ১
I পা পাঃ -ধঃ। পা মা -া। পা পা -া। -া -া -া}I
০ কাঁ দে ০ হি য়া র্, টা নি ০ ০ ০ ০

২´ ০ ৩ ১

I {র্রা পা -া। না না -া। র্সা র্সাঃ -র্রাঃ। র্সা র্সা -া I

আ গে ০ বা শী ০ রু পে ০ ভে সে ০

২´ ০ ৩ ১

I না র্সা -া। র্রা র্মা -া। র্রা র্গা -া। ধা পা(০ -া)} I

অ রু ০ পে, তা ন্ ধ রে ০ পে কে ০

২´ ০ ৩ ১

I {মা -পা পা। পা পা -া। মা পা -া। র্সা র্সা -া I

রু প্ অ রু পে র্ মা ঝে ০ ব সে ০

২´ ০ ৩ ১

I র্সা র্সনা -র্রা। ণা ধা -পা। মা রা -া। (-া মা মা) I

ও দি০ ০০ এ কে র্ বা ণী ০০ ০আ মি

১

I -া -া -া II II

ভৈরোঁ—ঝম্পক।

বালার্ক-প্রাণে আলোক আনি' উজল কর কোমল হিয়া।
প্রবল কর হৃদয় মনে অমৃতময় পরশ দিয়া।
স্বজন পেয়ে পরাণ ছেয়ে ফিরুক ধারা পুলক বেয়ে
সবার পরে সবার ঘরে পড়ুক ঝরে' প্রেম-অমিয়া।

জৌনপুরী টোড়ী—একতালা।

কে সে পরম সুন্দর
যাহারি লাবণ্যে পূর্ণ
অনন্ত অম্বর।

আনন্দ-ঝঙ্কারে যাঁর
মনের বিচিত্র তার
ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে
বাজে নিরন্তর।

সে সঙ্গীত হ'লে লীন
মনোবীণা স্পন্দহীন,
তিলেক বিচ্ছেদে তাঁর
ব্যাকুল অন্তর।

রূপ তাঁর সর্ব্বস্থানে,
রস তাঁর মনে প্রাণে,
প্রেম তাঁর কোলে টানে
বিশ্বচরাচর॥ ৪

সুর :—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।   কথা :—শ্রীহেমলতা দেবী।

০ ১ ২´ ৩
II { মজ্ঞা -া ঋসা I ণ্া সা ঋা | মা -পদা মপা |
কে ০ সে ০ প র ম সু ০ ০ ন্দ

১ II ২´ .
| ঽজ্ঞা -া -ঽরা } | -া -সা -া I ˙ পা পা -মা |
র ০ ০ ০ ০ ০ যাঁ হা ০

৩ ˙ ১
মা পৌ পা | দা -র্সনা র্সা | পা -মা পা I
রি ০ গ্রা ব ০০ নেৎ পূ ০ র্ণ

২´ ৩ ˙
I পা দপা -পা | দা -পমা পা | ঽজ্ঞা -রসা রা II
অ ন ০ ০ স্থ ০০ অ ধ ০০ র

২´ ˙ ৩ ˙
II { মা পা -া | র্সা -া র্সা | র্সরা -র্জ্ঞনা না |
আ ন ০ ন্দ ০ ব হা০ ০০ রে

১ ২´ ৩
র্সা -া র্সা I র্সা র্সা -র্রা | র্সর্রা -র্জ্ঞা র্সা |
যাঁ ০ র ম নে ০ র০ ০ বি

১ ২´ ˙
| র্সা -র্রা পা | পা -মা পা } I ˙ পা -মা মা |
চি ০ র তাঁ ০ র হৃ ০ দে

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা

সেই জ্যোতিঃ-প্রতিমায়।
মম অন্তর আজি নির্ম্মল হয়ে বন্দিতে তাঁরে চায়
—সেই জ্যোতিঃ-প্রতিমায়।
কণ্ঠে যিনি বীণাপাণি
হৃদয়ে আনন্দ-ধ্বনি
সঙ্গীতে রাগিণী যিনি
শুভ্রতা ঊষায়।
আত্মাতে কল্যাণ বাণী
চক্ষেতে পরশমণি
মর্ম্মেতে মাধুর্য্য খনি
সুধা চন্দ্রমায়।
বিশ্বে যিনি রস-ধার
অন্তরে অমৃত-সার
উদ্ভাসিত সবে যাঁর
দীপ্ত মহিমায়। ৫

কথা:—শ্রীহেমলতা দেবী।

২´ ৩
II দা -ণা সা। জ্ঞা -া জ্ঞা। ঋা -া র্জ্ঞা।
সে ॰ ই জ্যো ॰ তি প্র ॰ তি

১ ২´ ৩
। মা -া -া I ॰ সা সা সা। -ঋা দা দা। পা পা পা।
মা ॰ য়, ম ম, অ ন্ ত র আ জি, নি

	১	২
| ণা র্সা -া |	ণা -ধা -া I	ধা -া পা |
বৃ ত ০	মা ০ র্	উ দ্ জা

০		১
| -পা ণা পা |	পা -ণা দা |	পা -মজ্ঞা -া I
০ গি ত	ম ০ বে	বা ০ র্

২	৩	
I পা -ণা দা |	পা -মা পা |	জ্ঞা -া -া |
দী ০ প্ত	ম ০ হি	মা ০ ০

১
| -া -া -া II II
০ ০ র্ ০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্র সুরট—ঝাঁপতাল।

জাগাও জাগাও,
মম অন্তর-আলোকে তব আলোক মিলাও।
মম অজানা বেদন, মম অস্ফুট চেতন
তব আলোক-কিরণে এসে
ফুটাও ফুটাও।

মম হৃদয়-মন্থন, মম নিবিড় ক্রন্দন
তব পরশে, নিমেষে এবে
ঘুচাও ঘুচাও।
মম গোপন মরম মম গভীর সরম
তব মোহন মিলনে এবে
ডুবাও ডুবাও॥

কথা :—শ্রীহেমলতা দেবী।

২´ ৩ ॥ ০
রা ᵐমা -রা II মা মা। পা -া -া। পা পা।
আ গা ০ ও, আ গা ও ০ ম ম

১ ০ ২´ ৩ ০ ০
। মা -পা ᵖণা I পা পা। মা ᵐমা -রা।। পা পা।
অ ০ ন্ত র আ লো কে ০ ত ব -

১ ২ ৩
। মা ᵐরা -মা I রা রা। সা -া -া। -ন্া -সা।
আ লো ০ ক বি শ্ব ও ০ ০ ০

১ ০
। রা ᵐমা -রা IL
"আ গা"

১ ২ ৩
| ধা পা | মা ৺মা -রা I রা পা | মা রা -মা |
ভ ব প্ র • শে নি বে বে •

• ১ ২´ ৩
| রা সা | রা ৺মা -রা I -মা মা | পা -া -া |
এ বে ঘু চা • ও ঘু চা ও •

• ১ ২´ ৩
| পা পধা | মা পা না I না না | না -া -র্সনা |
ম ম• গো প • ন ম য • •ম্

• ১ ২´ ৩
| ধা না | র্সা র্রা -র্গর্রা I র্সা না | র্সা -া -া |
ম ম প জী •• র স রম্ • •

• ১ ২´ ৩
| র্সা র্সা | র্রা ৺না -া I ধা পা | ধা ৺মা -া |
ভ ব ঘো র • ব মি র নে

• ১ ২´ ৩
| পা রা | রা রা -পা I পা পধা | পা -মা -পমা |
এ বে ডু বা • ও ডু• বা • ••

• ১
| -রা -সা | রা ৺মা -রা II II
ও • আ মা •

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

বেহাগ—তেওরা।

ওহে বিশ্ব-শোভন বুক চেতন
মাগিছে ভারত তোমার শরণ—
খোলো হে তাহার রুদ্ধ দুয়ার,
মেলো হে তাহার গভীর চেতন।

ভারত পূজিত তোমার মূরতি,
ভারতি বিদিত তোমার ভারতী,
ভারত গগনে তোমার আরতি
হেরিতে আজি চাহিছে ভুবন।

দাওহে তাহার বাঁধন খুলিয়া
তোমার চরণে লও হে তুলিয়া,
কত না কালের ধুলায় ঢাকিয়া
রয়েছে তাহার মুদিত নয়ন।

ভরাও তাহার দুঃখ পাথার,
মৃত্যুও তাহার মৃত্যু আঁধার,
অমর বীণায় বাজাও হে তার
অমর সুরের অমর জীবন॥

পমা II পা -না না । না -র্সা র্গা র্রা I র্সা -না প্রা।
ওহে বি শ্ব, শো ০ ভ ০ ন ০ ভূ ০ প

২ ১´ ৩
| পধা -মপা মা, গা I মা গা গা | গা -মা মা পা I
চে॰ ॰॰ ত ন জা গি ছে ভা ॰ র ত

১´ ২ ৩ ১´
I মা গা গা | গনা -র্রা সা সা I না না পা |
তো মা র শ॰ ॰ র ণ ধো নি হে

২ ৩ ১´ ৩
| না -সা গা গা I সা -গা মপা | পধা -মপা মা মা I
তা ॰ হা র ক ॰ ন্ঠ॰ ছ॰ ॰॰ ন্দা র

১´ ২ ১´
I গা গা মা | পনা -র্সরা র্সা র্সা I গা পা মা |
যে ন্মে হে তা॰ ॰॰ হা র গ ভী র

২
| গনা -রা সা গমা II
চে॰ ॰ তন "ওহে"

১´ ২ ১´
II { মা পা পা | পা -না না না I না র্সা র্সনা |
ভা র ত পূ ॰ জি ত তো মা র॰

২ ১´ ২
| র্সা -া র্সা র্সা I র্সা র্গা র্সা | র্সমা -র্মা র্মা র্মা I
মূ ॰ র তি ভা র ত বি॰ ॰ দি ত

২ ১´ ২
| মপা -পম মা .-পা I গা পা মা | পনা -র্সরা র্সা র্সা I
হে॰ ॰ তার॰ অ ম র পু॰ ॰॰ রে র

১´ ২
I পা পা মা | পনা -রা র্সা গমা II II
অ র্ দ্ধ জী॰ ॰॰ বন "ওহে"

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

আমি আলোকে ভাল বেসেছি, আমি আলোকে ভাল বেসেছি,
হৃদয়ে মনে আঁধারে এনে যতনে ধরে' রেখেছি।
নহকো এতো আমার আলো, আমিগো শুধু বেসেছি ভালো,
কাহার আলো কাহার ভালো বহিয়া হেথা এনেছি।
আমার মাঝে নাইকো মূল, নাইকো দিশা, নাইকো কূল,
আমিগো শুধু স্রোতের ফুল—অকূল হতে ভেসেছি।
শুধুগো আমি ব্যাকুল প্রাণে চাহিয়াছিনু আলোক পানে,
কাহার টানে আজি কে জানে সবার মাঝে এসেছি॥

কথা :—শ্রীহেমলতা দেবী

২ ৩
র্সা র্সা II র্সা না নধা | -পা পা পা | মা ধা পমা
আ মি আ লো কে॰ ॰ ভা ল বে সে ছি॰

১ ২ ৩

| র্সা র্সর্রর্সা -না I না না -র্সনা | ধনা -পধা মপা |

আ নে০ ০ ০ ন বা হ০ বা০ ০ ০ বে০

০ ১ ০

| পা -মা পা | পধা -না -র্সা II II

এ ০ ০ সে ছি০ ০ ০

শ্রীমতী ইন্দিরা